এটিএন্ডটিতে বাঙ্গালী কৃতি সন্তানের দুই দশকের কর্ম-অভিজ্ঞতা

'দেশের উন্নয়নে একত্রে কাজ করা উচিত'

– শেখ এ ওয়াহিদ

শেখ এ ওয়াহিদ। এদেশের একজন কৃতি সন্তান। ১৯৭৪ থেকে এনসিআর'র দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন। প্রতি বছরই দেশে আসেন। তাঁর দীর্ঘদিনের কর্ম-অভিজ্ঞতার আলোকে কমপিউটার জগৎকে এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার দেন। দেশ-বিদেশের নানা প্রসঙ্গে আলাপ হয় তাঁর সাথে কমপিউটার জগৎ এর প্রধান নির্বাহীর। এখানে তা তুলে ধরা হল পাঠকদের জ্ঞাতার্থে।

বাংলাদেশের কৃতি সন্তান শেখ এ ওয়াহিদ দীর্ঘ ২০ বছর ধরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম কমপিউটার ও টেলিকম্যুনিকেশন বিক্রেতা এনসিআর এর (সম্প্রতি এটিএন্ডটি'র নিয়ন্ত্রণে গিয়ে নাম বদলে 'এটিএন্ডটি গ্লোবাল ইনফরমেশন সলুশন' হয়েছে) তুরস্কের ইস্তাম্বুলে কর্মরত। জনাব ওয়াহিদ ১৯৭৪ সালে কাশেম এন্ড কোং থেকে সি. এ. পাস করে তৎকালীন বাহরাইন এ যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি এটিএন্ডটি গ্লোবাল ইনফরমেশন সলুশন এর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ম্যানেজার, একাউন্টস এন্ড এডমিনিষ্ট্রেশন পদে কর্মরত।

জনাব ওয়াহিদ কমপিউটার শিক্ষার ব্যাপারে বললেন– এখানে যে কোন কারণেই হোক শিক্ষার বিস্তার যথাযথভাবে হয়নি। মধ্য প্রাচ্যের স্কুলগুলোতে ক্লাশ থ্রি/ফোর থেকেই ছাত্রদের যে সব কাজ বাড়ীতে করতে দেয়া হয় সেগুলো তারা কমপিউটারে করে। পাশাপাশি হাতের লেখার কাজও চলছে।

কমপিউটার শিক্ষা বাড়াতে হলে প্রথমতঃ সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক বলে তিনি মত প্রকাশ করে আরও বলেন, ওখানেও প্রথমে সরকারই কমপিউটার শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

তিনি বলেন যে, তবে সরকারী অফিস-আদালতে এখানকার মতো ওখানেও কমপিউটার ব্যবহার কম। কারণ ব্যবসায়ীরা বুঝেছে যে, কমপিউটার দ্রুত সব কিছু করতে পারে– আনতে পারে চূড়ান্ত সাফল্য। তুরস্কের বর্তমান সরকার বেসরকারীকরণ করে কমপিউটার ব্যবহার বাড়াতে চেষ্টা করছেন। এ জন্য সেখানে বেশ কিছু সুবিধাদিও দেয়া হচ্ছে।

জনাব ওয়াহিদ বলেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার দিতে হলে একেবারে লেটেষ্ট টেকনোলজি দিতে হবে– যাতে শিক্ষার্থীরা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। তা ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ত্তোর সেবাও বিশেষভাবে দেয়া উচিত। যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা চলতে পারে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কমপিউটার দেয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা সবকিছুই শিখতে পারে। তাদের যে কোন স্তরের শিক্ষাক্রম যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়।

প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন, আমেরিকায় একটি জরীপে দেখা গেছে যে, ওখানে বিভিন্ন কর্মকর্তারা জীবনের প্রথমে যে কমপিউটার ব্যবহার করেছেন– আজীবন সেটাই ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। এই জরীপ করা হয় এটিএন্ডটি'র উদ্যোগে, সচিব ও সমমানের পদের কর্মকর্তাদের উপর।

শেখ এ ওয়াহিদ এটিএন্ডটি'র অত্যন্ত সফল এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন) এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এদেশের ব্যাংক-গ্রাহকেরা এটিএম ব্যবহার

শেখ এ ওয়াহিদ
ব্যবস্থাপক, অর্থ ও প্রশাসন
এটিএন্ডটি গ্লোবাল ইনফরমেশন সল্যুশন, ইস্তাম্বুল

না করা পর্যন্ত বুঝতে পারবেন না যে, এটির কত ধরনের সুবিধাদি রয়েছে এবং একাউন্ট হোল্ডাররা অনেক বেশি সুযোগ পাবেন ব্যাংকে না গিয়েই। যেমন এর মাধ্যমে দিন-রাত্রি টাকা তোলা ছাড়াও ঋণ, টাকা ট্রান্সফার, শেয়ার বা বন্ড ক্রয়সহ যে কোন ব্যাংকিং তথ্য এক মিনিটেই জানতে পারবেন একজন গ্রাহক।

অথচ শুধুমাত্র ব্যাংকারদের অজ্ঞতার জন্য এটিএম এদেশে কাজ করতে পারছে না। বা অন্যভাবে বলা যায় যে, গ্রাহকেরা এটিএম এর সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটিএম ব্যবহারকারী ব্যাংকার যে কোন ধরনের ভুল হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। গ্রাহকেরা ব্যাংকের যে কোন ধরনের তথ্যের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা না করেই সব জানতে পারবেন এটিএম এর মাধ্যমে। এটিএম এর সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অনেকে সুবিধাদি রয়েছে যা অকল্পনীয়। এ কারণেই এটিএন্ডটির এটিএম ১৯৯৩ সনে বিশ্বব্যাপী ২৭% বাজার দখল করেছে যা এর নিকটতম বিক্রেতা ইন্টারবোল্ড-এর চেয়ে প্রায় ৩০% বেশী। অথচ শোনা যাচ্ছে যে, অগ্রণী ব্যাংকের প্রেসক্রাব শাখায় এটিএম এর কথা বলে একটি ক্যাশ কাউন্টিং মেশিন বিক্রির চেষ্টা করছে একটি কোম্পানী। এই মেশিনটি শুধুমাত্র কিছু টাকা তোলার জন্য ব্যবহার করা যাবে। এটিএম এর অন্যান্য সুবিধাদি এতে নেই–অর্থাৎ গ্রাহকরা সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হবেন। সম্প্রতি এটিএম ষ্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে ব্যবহার শুরু হয়েছে ঢাকায়। এর ফলে গ্রাহকরাই বুঝবেন তারা কত সুবিধা পাচ্ছেন। প্রসঙ্গতঃ এটিএম এর ট্যাক্স কমানোর দাবী জানান তিনি। তুরস্কে এটিএম ব্যবহার শুরুর সময়ে প্রথমে ২/৩ বছর এনসিআর ১০০% মার্কেট শেয়ার ছিল। এখন ৯০%।

এদেশে কমপিউটার ব্যবসার ব্যাপারে তিনি অন্যান্য দেশের সুযোগ-সুবিধাদি উল্লেখ করে বলেন যে, কমপক্ষে ৩৩% ডিপ্রিশিয়েশন না দিলে সাধারণ অফিসে কমপিউটার ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব নয়। কারণ অন্যান্য যন্ত্রপাতির চেয়েও কমপিউটারের প্রযুক্তি দ্রুত অগ্রসরমান।

'ভারতের সফটওয়্যার ব্যবহার করছে বিশ্বের অনেক দেশ'– এ মন্তব্য করে জনাব ওয়াহিদ বলেন যে, সে দেশে সরকারী উদ্যোগেই কমপিউটার ও সফটওয়্যার শিল্পে বিশেষ সুবিধাদি দেয়া হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে 'সফটওয়্যার পল্লী'। দেয়া হয়েছে বিশেষ ইন্টারনেট ও অন্যান্য অত্যাধুনিক সুবিধাদি। এর ফলে প্রোগ্রামাররা সর্বাধুনিক তথ্য জেনে সাথে সাথে কাজ করতে পারেন। ওখানে প্রচুর ডাটা এন্ট্রির কাজও হচ্ছে। অথচ এখানে কাজ পেলেও নানা প্রতিকূলতার জন্য করা যায় না। অর্থাৎ সরকারী উদ্যোগ প্রায় নেই-ই। অথচ বেল ল্যাবরেটরীতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা নিয়ন্ত্রণহীন বাজেটে সরকারী সাহায্যে গবেষণা করেছেন।

পরিশেষে শেখ এ ওয়াহিদ বলেন যে, গত ২/১ বছরে কমপিউটার ব্যবহার যে হারে বাড়ছে তাতে করে উচিত প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাহায্যের। এর মাধ্যমেই দেশের উন্নতি নিহিত। তা না হলে শিল্প বিপ্লবের মতো আবারও আমরা তথ্য বিপ্লবের সুযোগ থেকে পিছিয়েই শুধু পড়বো না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিয়ে যাবো অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন। "তাই আসুন আমরা সবাই মিলে মিশে দেশের উন্নয়নে কাজ করি"।

ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

✻ COMPOSE ✻ LASER PRINTING ✻ RIBBON RE-INKING

AND

Sales, Rent, Services & Data Entry

ANANTA JOTI

TOP OF THE LINE

Please Call :
81 54 45, 81 42 53

HEAD OFFICE : BAITUSH SHARAF MOSQUE, 149/A, AIRPORT ROAD, DHAKA-1215
BRANCH : LION SHOPPING CENTRE, 73, AIRPORT ROAD (2nd Floor) Dhaka.